বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.bhb.gov.bd

সচিব এর দপ্তর
সহ-সচিব, কর্ম/সংস্থা/সিএস/পিআরও
ডাইরী নং ২২৮০ তাং

নং-২৪.০৫.০০০০.৫০৪.৯৯.০০২.১৮-৩৯৪ তারিখঃ ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রবিধানমালা যুগোপযোগীকরণ কমিটির প্রতিবেদন।

সূত্রঃ বাতাঁবো পত্র নংঃ ২৪.০৫.০০০০.৫১১.২২.০০২.১৮-১০৭৬, তারিখঃ ২৮.১১.২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রণীত আদর্শ প্রবিধানমালার শূন্যস্থান যথাযথভাবে পূরণ করেছেন এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রবিধানমালা, ২০১১ এর তফসিল যথাযথভাবে সংশোধন করেছেন। উল্লেখ্য, কমিটি সংশোধনের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। কমিটি কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাব সকল সদস্যের স্বাক্ষরসহ এতদসঙ্গে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে- ৪০ পাতা।

১৯-১১-১৯
এ.কে.এম বদরুল মজিদ
সদস্য (এসএন্ডএম)
ও
আহবায়ক
বাতাঁবো, কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১ যুগোপযোগীকরণ কমিটি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

চেয়ারম্যান এর দপ্তর
ডাইরী নং ২৩৮০ তাং ২৭/১১/১৯
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান

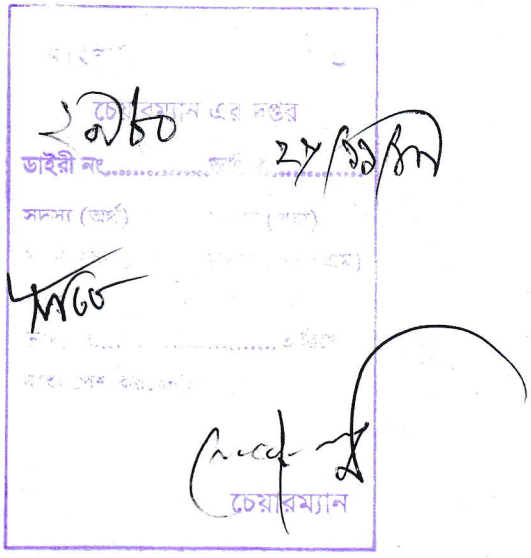

চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৮

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন ২০১৩ এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পরিচালনা পর্ষদ এবং এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। শিরোনাম ও প্রয়োগ ঃ

(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরি শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "অসদাচরণ" অর্থ চাকুরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর অথবা কোন কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণ সমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(২) কর্তব্যে চরম অবহেলা;

(৩) কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষেরর কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(৪) যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসঙ্গত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত দাখিল।

(খ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা এবং উক্ত কর্মকর্তার উদ্ধর্তন কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "কমচারী" অর্থ বোর্ড এর যে কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী কর্মচারী এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(চ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চেয়ারম্যান কে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(জ) "পলায়ন" অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকুরি বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা, অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশত্যাগ করা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান;

(ঝ) "বিজ্ঞাপন: অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন;

(ঞ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ কোন পদে নিয়োগের নিমিত্ত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা;

(ট) "শিক্ষানবিশ" অর্থ কোন স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

(ঠ) "সম্মানী" অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাবর্তক ধরণের নগদ পুরস্কার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ পদ্ধতি, ইত্যাদি

৩। নিয়োগ পদ্ধতিঃ

(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা হইবে:-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে;

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
(যুগ্মসচিব)

মজিদ

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

৪। সরাসরি নিয়োগ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি–

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি-

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, বোর্ড এর চাকুরিতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(গ) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি-সহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(ঘ) সরকারি চাকুরি কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৩) সরাসরি-নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং বিভিন্ন সময় এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকারের জারিকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

(৫) তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোন ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৫। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ ঃ

(১) এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে;

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় এবং নির্ধারিত মেধা অর্জন না করেন তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না;

(৩) কোন পদোন্নতির উদ্দেশ্যে মেধা যাচাই এর জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, টেকনিক্যাল ও গবেষণাধর্মী পদের ক্ষেত্রে বোর্ড স্বীয় পদ্ধতিতে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। শিক্ষানবিশি ঃ

(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, নিয়োগ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিশির শিক্ষানবিশি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকুরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকুরিতে স্থায়ী করিবেন। স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকুরিতে স্থায়ী হইবেন: এবং

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবিশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় আদেশ বলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন না, তবে অস্থায়ী পদে যেই তারিখে স্থায়ী হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকুরি উক্ত পদে স্থায়ী হইবে।

(৬) যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মচারীকে তফসিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধি (৪) এ বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
চাকুরির সাধারণ শর্তাবলী

৭। **যোগদানের সময় ঃ**

(১) অন্য চাকুরী স্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, কোন নতুন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা–

(ক) প্রস্তুতির জন্য ০৬ (ছয়) দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃত পক্ষে অতিবাহিত সময়; তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধি অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে বন্ধের দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নতুন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান অধিকতর সুবিধাজনক হয় সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পাইলে তাহাদের পূর্বের চাকুরির মেয়াদকাল শুধুমাত্র পেনশন/সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি বিষয়ক আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্বের কর্মস্থলের পেনশন স্কিম, সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি স্থানান্তরিত হইবে। তবে পূর্বের চাকুরিস্থল হইতে প্রাপ্ত পেনশন/সিপিএফ, গ্রাচ্যুইটি গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্বের চাকুরিকাল জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গ্রণনাযোগ্য হইবে না।

৮। **বেতন ও ভাতা ঃ** সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

৯। **প্রারম্ভিক বেতন ঃ**

(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, উপরোক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩)সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলি জারি করিবে তদানুসারে বোর্ড এর কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১০। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন ঃ**

কোন কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)

এ কে এম বদরুল মজি
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১১। বেতন বর্ধন ঃ

(১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরিতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য বোর্ড কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক ২ (দুই) টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

১২। জ্যেষ্ঠতা ঃ

(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করেন সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) পদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা/প্রশিক্ষণে থাকাকালীন পদোন্নতির সময় হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবার পর মেধা যাচাইপূর্বক তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে। এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে। এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতি পাইলেও তাহার জ্যেষ্ঠতা অক্ষুন্ন থাকিবে।

(৬) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৭) বোর্ড ইহার কর্মচারীদের গ্রেডওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা সংরক্ষণ করিবেন এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

১৩। পদোন্নতি ঃ

(১) তফসিলের বিধানবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবে না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ৫ (টাকা- ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-) ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪)কোন কর্মচারীকে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরিকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয়পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রম করত পদোন্নতি প্রদান করা যাইতে পারে।

১৪। প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব ঃ

(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষ কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে উহার কোন কর্মকর্তার পারদর্শিতা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন কর্পোরেশন, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বলিয়া উল্লিখিত এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে বোর্ড এবং হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশনের অনুরূপ বা সদৃশ্য পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোন কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মকর্তাকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) কোন পাবলিক কর্পোরেশন বোর্ড এর কোন কর্মকর্তার চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে (অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বলিয়া উল্লিখিত) বোর্ড এর নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবেন এবং অনুরোধ প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্মকর্তার সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ যজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ-

(ক) প্রেষণের সময়কাল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) বোর্ড এর চাকুরীতে কর্মকর্তার পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি বোর্ড এ প্রত্যাবর্তন করিবেন;

(গ) হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিল, যদি থাকে তবে উহাতে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তিনি বোর্ড এ পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে বোর্ড এ প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বোর্ড তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মকর্তাকে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশনের স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়া Next Below Rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৮) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে বোর্ড এর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন বা বোর্ড-কে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৯) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী কর্পোরেশন যদি এইরূপ মত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দন্ড আরোপ করা আবশ্যক তাহা হইলে উক্ত কর্পোরেশন উহার রেকর্ডসমূহ বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ছুটি, ইত্যাদি

১৫। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি ঃ

(১) কোন কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথাঃ-

(ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি।
(খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি।
(গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।
(ঘ) অসাধারণ ছুটি
(ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।
(চ) সঙ্গরোধ ছুটি।
(ছ) প্রসূতি ছুটি।
(জ) অবসরোত্তর ছুটি
(ঝ) অধ্যয়ন ছুটি
(ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি, এবং

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন এবং ইহা সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) বোর্ড এর পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১৬। পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি ঃ

(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ ৪(চার) মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪(চার) মাসের অধিক হইলে তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে, উহা হইতে ডাক্তারী সার্টিফিটেক উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৭। অর্ধ গড় বেতনে ছুটি ঃ

(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) অর্ধ গড় বেতনে ২(দুই) দিনের ছুটির পরিবর্তে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটির হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

১৮। প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ঃ

(১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণে হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যখন কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নতুনভাবে গড় অর্ধ বেতনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। অসাধারণ ছুটি ঃ

(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে, বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে–

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি বোর্ড এ চাকুরী করিবেন, অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভুতাপেক্ষ কার্যকারতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(১০) অসাধারণ ছুটিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে।

২০। বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ঃ

(১) কোন কর্মচারী তাঁহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে বোর্ড তাঁহাকে বিশেষ অক্ষমতা ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হইয়াছে সে অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে বোর্ড কে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া চিকিৎসা পরিষদ প্রত্যায়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, এবং চিকিৎসা পরিষদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং উক্ত ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং তাহা যে কোন একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ যথা ঃ

(ক) উপরিউক্ত উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যেকোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন, এবং

(খ) এইরূপ কোন ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাঁহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২১। সঙ্গরোধ ছুটি ঃ

(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আদেশের দ্বারা নির্ধারনকৃত সংক্রামক ব্যাধি থাকিবার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকিবে সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোন চিকিৎসা কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন, অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

২২। প্রসূতি ছুটি ঃ

(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বাধিক ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকুরি জীবনে কোন কর্মচারীকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। অবসরোত্তর ছুটি ঃ

(১) কোন কর্মচারী অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বার) মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে অবসর উত্তর ছুটি পাইবেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৬১ (একষট্টি) বৎসর এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একমাস পূর্বে অবসরোত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী দিনে অবসর উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। অধ্যয়ন ছুটি ঃ

(১) বোর্ড এ তাহার চাকুরির জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে বোর্ড গড় অর্ধ বেতনে অনধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(২)যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যায়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে **কর্তৃপক্ষ** তাহাকে অনধিক ১(এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনে বা অর্ধ গড় বেতনে ছুটি বা অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট ০২(দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

২৫। **নৈমিত্তিক ছুটি ঃ**

(১) সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে বোর্ড এর কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান **বোর্ডের** কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি ঃ**

(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব **বোর্ড** কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন **বোর্ড** কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, তাহাকে অনূর্ধ্ব ১৫(পনের) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

(৫) **শ্রান্তি বিনোদন ছুটিঃ** সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য যেইরূপ শ্রান্তি বিনোদন ছুটির বিধান করেন, বোর্ড এর কর্মচারীগণ সেইরূপ শ্রান্তি বিনোদন ছুটি পাইবেন।

২৭। **ছুটিকালীন বেতন ঃ**

(১) কোন কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই ভোগ করা হউক, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশি টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন ঃ**

ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এই এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য উক্ত কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটির নগদায়ন ঃ**

(১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা, বা ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরিকালের জন্য সর্বাধিক ১২ (বার) মাস পর্যন্ত, প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত ছুটির ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিবার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোঃ যজলুর রহমান ভূঁঞা
(যুগ্মসচিব)

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)

পঞ্চম অধ্যায়
ভাতা, ইত্যাদি

৩০। **ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি ঃ**

কোন কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলী উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত হার ও শর্তাবলি অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **সম্মানী ইত্যাদি ঃ**

(১) বোর্ড উহার কোন কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম-সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম-সম্পাদনের জন্য সম্মানী হিসাবে অর্থ বা নগদ অর্থ বা পুরষ্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানী বা পুরষ্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন সম্মানী বা নগদ অর্থ বা পুরষ্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ করা না হয়।

৩২। **দায়িত্ব ভাতা ঃ**

কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে একাদিক্রমে কমপক্ষে ২১(একুশ) দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে স-পদের অথবা উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ১০ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে। কিন্তু উক্ত দায়িত্ব ২ (দুই) মাসের অধিক হইলে বাছাই/নির্ধারন পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৩। **বোনাস ঃ**

সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি আদেশ মোতাবেক বোর্ড এর কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৪। **চাকুরীর বৃত্তান্ত ঃ**

(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকুরীর বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকুরী বহি সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৫। **বার্ষিক অনুবেদন ঃ**

(১) বোর্ড কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক অনুবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত অনুবেদন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং বোর্ড কোন কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও চাহিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ৎ প্রদানের কিংবা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য বিমোচন করিতে পারিবে।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সপ্তম অধ্যায়
সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। আচরণ ও শৃঙ্খলা ঃ

(১) প্রত্যেক কর্মচারী–

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন ;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশনা পালন এবং মানিয়া চলিবেন, এবং

(গ) সততা ও অধ্যাবসায়ের সহিত বোর্ড এর চাকুরি করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী–

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং বোর্ড এর স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) বোর্ড এর সহিত লেন-দেন রহিয়াছে কিংবা লেন-দেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী বোর্ড এর নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না; কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরি সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে বোর্ড বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসকারি/সরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী বোর্ড এর বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

(৮) এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, কোন কর্মচারী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এমন কোন উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না, যাহা গ্রহণে কর্তব্য পালনে উপহার দাতার নিকট তাহাকে যে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে, তবে যদি অনুচিত মনোকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহা হইলে উপহার গ্রহণ পূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের' নিকট হস্তান্তর করিতে হইবেঃ

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্তষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত, ঐ সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নয়, এমন নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে মাঝে মাঝে উপহার গ্রহণ করা যাইবে তবে উপহারের মূল্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) কোন কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সংস্থার ঘন ঘন অমিতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত পরিহার করিবেন।

৩৭। **যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া ঃ** কোন কর্মচারী-

(ক) যৌতুক দিতে বা নিতে যৌতুক দেওয়া বা নেওয়ার প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কন্যা বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করিতে পারিবেন না।

৩৮। **মূল্যবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর ঃ**

(১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, একজন কর্মচারী তাহার কর্মস্থল, জেলা বা যে স্থানীয় এলাকার জন্য তিনি নিয়োজিত, ঐ এলাকায় বসবাসকারী, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যরত কোন ব্যক্তির নিকট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোন পন্থায় হস্তান্তর করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিজের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে **সরকারের** নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন। উক্ত অভিপ্রায়ের বক্তব্যে লেনদেনের কারণ ও স্থিরকৃত মূল্যসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি উল্লেখসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে।অতঃপর **বোর্ড** কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কাজ করিবেন।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) প্রবিধি (১)- এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য পূর্বানুমোদন ব্যতীত-

(ক) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন বিদেশি, বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোন প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৩৯। **ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্লাট ইত্যাদি নির্মাণ অথবা ক্রয় ঃ** কোন কর্মজারী নির্মাণ বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখ পূর্বক আবেদনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে **বোর্ড** এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়ীক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে নিজে বা ডেভলপারের দ্বারা কোন ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

৪০। **সম্পত্তি ঘোষণা ঃ**

(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকুরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বিমা পলিসি এবং মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে **বোর্ড** এর নিকট ঘোষণা দিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে-

(ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম,

(খ) পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং

(গ) **বোর্ড** সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরো যেই সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপপ্রবিধি (১) এর অধীনে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত পাঁচ বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে **বোর্ডের** নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪১। **রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ**

(১) কোন কর্মচারী কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোন প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ বলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোন আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যেকোন উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
(এস এন্ড এম)
তাঁত বোর্ড

(৩) কোন কর্মচারী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা অন্যত্র কোন আইন সভার নির্বাচনের অংশগ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা তাঁহার প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোন কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা দেন অথবা অন্য কোন প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোন ঘোষণা করেন বা ঘোষণা করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তবে তিনি উপবিধি (৩) এর মর্ম মতে উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোন আইনের দ্বারা বা আওতায় বা সরকারের কোন আদেশে অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে ঐ সংস্থা বা পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপপ্রবিধি (৩) ও (৫) তে উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোন আন্দোলন বা কর্মকান্ড এই প্রবিধির আওতায় পড়ে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। **নারী সহকর্মীদের প্রতি আচরণ ঃ** কোন কর্মচারী নারী সহকর্মীদের প্রতি কোন প্রকারের এমন কোন ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

৪৩। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঃ**

(১) যখন কোন কর্মচারী নিজ দায়িত্ব পালনকালে দেখিতে পান যে-

(ক) কোন কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোন বিষয় তাহার বিবেচনাধীন আছে;

(খ) উক্ত রূপ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীনে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয় কর্মরত আছেন-

তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি নিজে বিবেচনা না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪৪। **সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি ঃ**

কোন কর্মচারী, সরকারের বা কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যেকোন প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তদ্‌বির করিতে পারিবেন না।

৪৫। **বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট তদবির ঃ**

কোন কর্মচারী নিজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা লাভের জন্য দেশে অবস্থিত কোন বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন তদ্‌বির করিতে পারিবেন না।

৪৬। **কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য ইত্যাদি দ্বারস্ত হওয়া ঃ**

বোর্ডের কর্মচারী কোন বিষয়ে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারি ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

৪৭। **নাগরিকত্ব, ইত্যাদি ঃ**

(১) কোন কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহা সরকারকে অবহিত করিবেন।

৪৮। **আচরণ সংক্রান্ত বিধানের প্রযোজ্যতা ঃ**

যেই ক্ষেত্রে আচরণ সংক্রান্ত কোন বিধান এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **দন্ডের ভিত্তি ঃ** কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী–

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন ; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন; অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন ; অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা ঃ-

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
অতিরিক্ত সচিব
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(অ) তিনি বা তাঁহার কোন পোষ্য বা তাঁহার মাধ্যমে বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ এইরূপ অর্থসম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন বোর্ডকে যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তছরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকুরীতে রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারেন।

৫০। **দন্ডসমূহ ঃ**

(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নোক্ত দন্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) লঘু দন্ড–

(অ) তিরস্কার;
(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা;
(ই) ৭ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;
(ঈ) বেতনস্কেলের নিম্নস্তরে অবনমিতকরণ।

(খ) গুরুদন্ড–

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনত করণ;
(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত বোর্ড এর আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;
(ই) বাধ্যতামূলক অবসর;
(ঈ) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং
(উ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) চাকুরী হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে, বরং চাকুরী হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বোর্ড এর চাকুরী প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

৫১। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি ঃ**

(১) প্রবিধান ৫০ (ছ) অনুসারে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ–

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান ১ (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি হয়, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিনজন কর্মচারী সমন্বয়ে, তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন; সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
...ট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভুঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
...ট মন্ত্রণালয়

৫২। লঘুদন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি ঃ

(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দন্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ–

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন; এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৫০ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দন্ড প্রদান করা হইবে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানী গ্রহণকরতঃ দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারেন, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১) (খ) ও (৩)-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড আরোপ করিতে হইবে।

৫৩। গুরুদন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালী ঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদন্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ–

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবেন, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবেন।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য ১০(দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত বিবৃতি বিবেচনা করিবেন এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে–

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগদান করিয়া যে কোন একটি লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারিবেন অথবা লঘু দন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৫৩ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন; এবং

মোঃ মোজাম্মেল হক আল
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ণিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে ১০ টি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা বা একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবেন।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৫৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবেন এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবেন।

(৭) কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবেন।

(৮) এই প্রবিধানের অধীনে তদন্তকার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে কোন তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডের তদন্তের প্রতিবেদনে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী ঃ**

(১) তদন্ত কর্মকর্তা ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য অনুরূপ তদন্তের সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের শুনানিও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অভিযোগের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যগণকে জেরা করার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয়ে উপস্থাপনকারী ব্যক্তিও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্তক করিয়া দিবেন, এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাঁহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৫০(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারেন।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং যে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে উল্লিখিত বিষয় তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত বোর্ডের কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৫। **সাময়িক বরখাস্ত ঃ**

(১) প্রবিধান ৫১ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে, তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। **পুনর্বহাল ঃ**

(১) যদি প্রবিধান ৫২(১) (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৭। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী ঃ**

ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইত অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতি কালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি সমন্বয়-সাধন করা হইবে। তিনি অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাঁহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ পাওনাদি প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ প্রাপ্য অর্থ অপেক্ষা কম প্রদান করা হইলে, উক্ত সময়ে কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৮। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল ও রিভিউ ঃ**

(১) কোন কর্মচারী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন; যথাঃ-

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
...মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
...মন্ত্রণালয়

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং যে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে উল্লিখিত বিষয় তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত বোর্ডের কোন একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৫। **সাময়িক বরখাস্ত ঃ**

(১) প্রবিধান ৫১ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে, তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। **পুনর্বহাল ঃ**

(১) যদি প্রবিধান ৫২(১) (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৭। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী ঃ**

ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইত অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতি কালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি সমন্বয়-সাধন করা হইবে। তিনি অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাঁহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ পাওনাদি প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ প্রাপ্য অর্থ অপেক্ষা কম প্রদান করা হইলে, উক্ত সময়ে কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৮। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল ও রিভিউ ঃ**

(১) কোন কর্মচারী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন; যথাঃ-

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছেন কিনা,

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা,

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা; এবং যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করিলে উক্ত আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোন আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫৯। আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা ঃ

(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on conviction) Ordinance 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, এইরূপে সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীনে তাহাকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দন্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(১১)কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাঁহাকে চাকুরীতে পুর্নবহাল বা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হইতেছে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষেত্রে বোর্ড এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধাদি

৬০। ভবিষ্য তহবিল ঃ

ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে কোন কর্মচারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি বা প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬১। আনুতোষিক ঃ

(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথাঃ-

(ক) যিনি বোর্ড এ কমপক্ষে ০৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরি করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরি হইতে পদত্যাগ বা চাকুরি ত্যাগ করিয়াছেন।

(গ) ০৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নে কোন কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথাঃ-

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা পদসংখ্যা-হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাটাই হইয়াছেন; অথবা
(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; অথবা
(ই) চাকুরীতে থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের উর্ধ্বে কোন সময়ের জন্য ০২ (দুই) মাসের মূলবেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

মোঃ মোজাফ্ফের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মজি
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূলভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপ উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভূক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ করার সময়ে উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর অনুসারে একটি নূতন মনোনয়ন পত্র প্রেরণ দাখিল করিবেন।

(৭) কোন মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাঁহার বৈধ ওয়ারিশ ও ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৬২। অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা ঃ

(১) বোর্ড অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প প্রবর্তন করিলে, যে কোন কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) এই উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৩) কোন কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল হিসাবে বোর্ড এর অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা বোর্ড এর নিকট সমর্পন করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসর ভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইতে পারেন।

নবম অধ্যায়
অবসর গ্রহণ অব্যাহতি

৬৩। অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি ঃ

অবসরগ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগ ব্যাপারে কোন কর্মচারী The Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানবলী দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৬৪। চাকুরির অবসান, চাকুরি হইতে অপসারণ ইত্যাদি ঃ

(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন এবং শিক্ষানবিস তাঁহার চাকুরি অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শাইয়া কোন কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ দান করিয়া অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

৬৫। ইস্তফাদান, ইত্যাদি ঃ

(১) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায়, উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরি ত্যাগ করিতে বা চাকুরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি বোর্ড-কে তাহার ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি বোর্ড-কে তাহার ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি বোর্ড এর চাকুরি হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত এই যে, বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবেন।

৬৬। রহিতকরণ ও হেফাজত ঃ

(১) এতদ্বারা ২৫ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিঃ/১২ মাঘ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ তারিখের এস.আর.ও নং ২১/২০১১ এর মাধ্যমে জারীকৃত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ২০১১ রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত প্রবিধানমালার আওতায় যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই প্রবিধানমালার অধীনে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালা জারীর তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি যতদূর সম্ভব, এই প্রবিধানমালার অধীনে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা

এ কে এম বদরুল মাজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তফসিল

[প্রবিধান ২(চ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
প্রশাসন					
১।	সহকারী সচিব পদের সংখ্যাঃ ৩(তিন) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:	(ক)-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী: অথবা (খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ কোনো সরকারি বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ২য় শ্রেণীর পদে প্রশাসনিক কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী লাইব্রেরীয়ান বা সহকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
২।	জনসংযোগ কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রী; সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী লাইব্রেরীয়ান বা সহকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
৩।	সমন্বয় কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী লাইব্রেরীয়ান বা সহকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	মেডিকেল অফিসার পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩২ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত মেডিকেল কলেজ হইতে অন্যূন ২য় বিভাগে এমবিবিএস ডিগ্রী; (খ) বি.এম.ডি.সি কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত;	মন্তব্যঃ (ক) মেডিকেল অফিসার পদে ৫(পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীর পর সিনিয়র মেডিকেল অফিসার পদ প্রদান (গ্রেড-৬) (খ) সিনিয়র মেডিকেল অফিসার পদে ১০(দশ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীর পর প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার পদ প্রদান (গ্রেড-৫) (গ) প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার পদে ১৫(পনের) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীর পর প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার পদ প্রদান (গ্রেড-৪)
৫।	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা-৩/সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা-১ পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতনস্কেলঃ ১১তম গ্রেড -	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যায়ল হইতে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; উচ্চমান সহকারী/হিসাব সহকারী/কোষাধ্যক্ষ/নিরীক্ষক/ব্যক্তিগত সহকারী/সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/কারিগরী সহকারী/অফিস সহকারী/সুপারভাইজার/ভান্ডার রক্ষক/কম্পিউটার অপারেটর/হিসাব রক্ষক-কাম-কোষাধ্যক্ষ/ফিল্ড সুপারভাইজার/কম্পাউন্ডার-কাম-ক্লিনিক্যাল এসিসটেন্ট হিসাবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
৬।	সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ১১তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে লাইব্রেরী সায়েন্সে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; অথবা (খ) লাইব্রেরী সাইন্সে ডিপ্লোমাসহ সরকারী বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	--

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ বজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬(ক)	কম্পিউটার অপারেটর তাঁতাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ১৩তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; তবে ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল অপারেটর হিসেবে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার পরিচালনা সম্পর্কিত এপটিটিউট টেষ্টে উত্তীর্ণ হইতে হইবে (কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য প্রয়োজ্য); এবং (খ) মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	--
৭।	উচ্চমান সহকারী-১০; ভান্ডার রক্ষক-১; হিসাব সহকারী-৬; নিরীক্ষক-২; সুপারভাইজার-১ ফিল্ড সুপারভাইজার-৮৭ মোট পদের সংখ্যাঃ ১০৭ (একশত সাত), বেতনস্কেলঃ ১৩তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; তবে ডাটা এন্ট্রি/কন্টোল অপারেটর হিসেবে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার পরিচালনা সম্পর্কিত এপটিটিউট টেষ্টে উত্তীর্ণ হইতে হইবে (কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য প্রয়োজ্য); এবং (খ) মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
৮।	অফিস সহকারী পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই), বেতনস্কেলঃ ১৩তম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের সংখ্যাঃ ৬ (ছয়) বেতনস্কেলঃ ১৩তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং, ইত্যাদির সর্বনিম্নগতি হইবে নিম্নরূপ,যথা:- বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
১০।	কম্পাউন্ডার-কাম-ক্লিনিক্যাল এসিসটেন্ট পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ১৩তম গ্রেড	৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পাউন্ডারশিপ সনদপ্রাপ্ত। (গ) কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।	
১১।	- সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের সংখ্যাঃ ৭ (সাত), বেতনস্কেলঃ ১৪ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস; এবং (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং, ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:- বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস; অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা ড্রাফটম্যান বা ~~ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট-কম~~ ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাফ্ফের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ও এন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১২।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-৩৩; (প্রধান কার্যালয়-২০, বেসিক সেন্টার-১১, টিপিআইটি-২) কম্পিউটার মুদ্রক্ষরিক-২; (সিএইচপিইডি-২) পদের সংখ্যাঃ ৩৫ (পয়ত্রিশ) বেতনস্কেলঃ ১৬তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং, ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ- বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; রেকর্ড কিপার বা ডেসপাস রাইডার বা ডুপ্লিকেট মেশিন অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। (খ) কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং, ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ- বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
১৩।	ইলেকট্রিশিয়ান পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ১৬তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ; এবং (গ) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত।	--
১৪।	গাড়ী চালক (প্রধান কার্যালয়-৭, সিএইচপিইডি-৩) পদের সংখ্যাঃ ১০ (দশ) বেতনস্কেলঃ ১৬তম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট(৮ম শ্রেণি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; (গ) গাড়িচালক পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	--
১৫।	- রেকর্ড কিপার-১; ডেসপাস রাইডার-১; ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর-১ পদের সংখ্যাঃ ৩ (তিন) বেতনস্কেলঃ ১৮তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট উত্তীর্ণ; অফিস সহায়ক বা নিরাপত্তা প্রহরী বা সাহায্যকারী বা বার্তাবাহক পদে অন্যূন ৩ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ও এডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৬।	অফিস সহায়ক-৩২; (প্রধান কার্যালয়-১৮, সিএইচপিইডি-৩, টিপিআইপি-২, তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ-২, ফ্যাশন ডিজাইন-৭) বার্তাবাহক-২০; (বেসিক সেন্টার-২০) সাহায্যকারী-৫ (সিএইচপিইডি-৪, সিলেট-১) পদের সংখ্যাঃ ৫৭ (সাতান্ন) বেতনস্কেলঃ ২০তম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট(এসএসসি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	--
১৭।	নিরাপত্তা প্রহরী (প্রধান কার্যালয়-৪, সিএইচপিইডি-৪, টিপিআইটি-২, সিলেট-৩) পদের সংখ্যাঃ ১৩ (তেরো) বেতনস্কেলঃ ২০তম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট(এসএসসি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (খ) শারীরিক যোগ্যতাঃ উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি; বুকের মাপ ৩১ ইঞ্চি	--
১৮।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (প্রধানকার্যালয়-২, সিএইচপিইডি-২) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতনস্কেলঃ ২০তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (৮ম শ্রেণি পাশ) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা হরিজন	--

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
প্রকৌশল					
১৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুরঃ) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	মন্তব্যঃ (ক) নির্বাহী প্রকৌশলী (পুরঃ) পদে ৫(পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীর পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদ প্রদান (গ্রেড-৫); (খ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ৪(চার) বছরের সন্তোষজনক চাকুরীর পর সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদ প্রদান (গ্রেড-৪); (গ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ) পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
২০।	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)ঃ/ইমারত প্রকৌশলী পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	--
২১।	ড্রাফটসম্যান পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ১৫তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ভোকেশনাল সিভিল ড্রাফটিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ সনদ প্রাপ্ত; অথবা (গ) স্বীকৃত বোর্ড হইতে ২য় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) (সিভিল ড্রাফটিং বা স্থাপত্য ট্রেড) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	--

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৭

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৮

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
সমিতি ও বাজারজাতকরণ					
১।	মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৩য় গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ উপ-মহাব্যবস্থাপক(এসসিআর) বা উপ-মহাব্যবস্থাপক(মার্কেটিং) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
২।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (এসসিআর-১; মার্কেটিং-১) পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৪র্থ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ ব্যবস্থাপক (এসসিআর) বা ব্যবস্থাপক(মার্কেটিং) বা ব্যবস্থাপক(ক্রয়) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
৩।	ব্যবস্থাপক (এসসিআর-১; মার্কেটিং-১; ক্রয়-১) পদের সংখ্যাঃ ৩(তিন) বেতনস্কেলঃ ৫ম গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সহকারী ব্যবস্থাপক (এসসিআর বা মার্কেটিং বা ক্রয় বা সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
৪।	সহকারী ব্যবস্থাপক (এসসিআর-২, মার্কেটি-১, ক্রয়-১) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতন স্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সমিতি কর্মকর্তা বা ক্রয় কর্মকর্তা বা মার্কেটিং কর্মকর্তা বা লিয়াজোঁ কর্মকর্তা বা সহকারী সচিব বা জনসংযোগ কর্মকর্তা বা সমন্বয় কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৭

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫।	ক্রয় কর্মকর্তা-১; সমিতি কর্মকর্তা-২; মার্কেটিং কর্মকর্তা-১; লিয়াজোঁ অফিসার-২৬; পদের সংখ্যাঃ ৩০ (ত্রিশ) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী লাইব্রেরীয়ান বা সহাকারী হিসাব রক্ষক হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
অর্থ ও হিসাব					
৬।	প্রধান হিসাব রক্ষক পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৩য় গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ উপ-প্রধান (হিসাব বা অর্থ) পদে ৬(ছয়) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৭।	উপ-প্রধান (হিসাব রক্ষক-১; অর্থ-১) পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৫ম গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সহকারী প্রধান (হিসাব রক্ষক বা সহকারী প্রধান অর্থ বা সহকারী প্রধান নিরীক্ষক) পদে ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৯

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৮

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৮।	সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক-১; সহকারী প্রধান(অর্থ)-১; পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতন স্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/নিরীক্ষা কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; (খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাব রক্ষক বা সহকারী অর্থ কর্মকর্তা বা সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সহকারী হিসাব রক্ষক/সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা/সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা/ সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদে অন্যূন ৩(তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
১০।	সহকারী হিসাব রক্ষক পদের সংখ্যাঃ ৫ (পাঁচ) বেতনস্কেলঃ ১১তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রীসহ উচ্চমান সহকারী/হিসাব সহকারী/কোষাধ্যক্ষ/নিরীক্ষক/ব্যক্তিগত সহকারী/সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/কারিগরী সহকারী/অফিস সহকারী/সুপারভাইজার/ ভান্ডার রক্ষক/কম্পিউটার অপারেটর/ হিসাব রক্ষক-কাম-কোষাধ্যক্ষ/ফিল্ড সুপারভাইজার পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৭

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
নিরীক্ষা					
১।	সহকারী প্রধান নিরীক্ষক পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/নিরীক্ষা কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন					
১।	প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতানস্কেলঃ ৩য় গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বা মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদে ৬ (ছয়) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
২।	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতানস্কেলঃ ৫ম গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ সহকারী প্রধান(পরি: ও বাস্ত: বা মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদে ৩(তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৩।	সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ গবেষণা কর্মকর্তা বা পরিসংখ্যানবিদ বা মনিটরিং কর্মকর্তা বা মূল্যায়ন কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	গবেষণা কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীসহ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী হিসাব রক্ষক পদে অনূন্য৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
৫।	পরিসংখ্যানবিদ পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যান বিষয়ে ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীসহ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী হিসাব রক্ষক পদে অনূন্য৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন					
১।	প্রধান (মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৩য় গ্রেড	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বা মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদে ৬(ছয়) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
২।	উপ-প্রধান (মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৫ম গ্রেড	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বা মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৩।	সহকারী প্রধান (মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ গবেষণা কর্মকর্তা বা পরিসংখ্যানবিদ বা মূল্যায়ন কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ও এন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৩৩

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	মূল্যায়ন কর্মকর্তা-১ পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীসহ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী হিসাব রক্ষক পদে অনূন্য৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
৫।	গবেষণা কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীসহ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা বা সহকারী হিসাব রক্ষক পদে অনূন্য৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
৬।	কারিগরি কর্মকর্তা পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী; (খ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমাসহ সরকারি বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট বা কলেজ বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর বা সহকারী মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বা সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	--

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ					
১।	অধ্যক্ষ (বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) পদের সংখ্যাঃ ১(এক) বেতনস্কেলঃ ৩য় গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ উপ-মহাব্যবস্থাপক(অপারেশন)/অধ্যক্ষ (ফ্যাশন ডিজাইন) পদে অন্যূন ৩(তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
২।	অধ্যক্ষ (ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) পদের সংখ্যাঃ ১(এক) বেতনস্কেলঃ ৪র্থ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ ব্যবস্থাপক (অপারেশন) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৩।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৪র্থ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ ব্যবস্থাপক (অপারেশন) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৪।	ব্যবস্থাপক (অপারেশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৫ম গ্রেড	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ) বা সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (প্রোডাকশন টেকনোলজী বা ডিজাইন বা ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) পদে ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫।	ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ)-১/সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর-৭ (প্রোডাকশন টেকনোলজী-১/ডিজাইন-১/ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-৫) পদের সংখ্যাঃ ৮ (আট) বেতনস্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীসহ কারিগরী কর্মকর্তা বা মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বা ইন্সট্রাক্টর (গবেষণা কর্মকর্তা) বা ডিজাইনার (ইন্সট্রাক্টর) বা প্রশিক্ষক বা ইন্সট্রাক্টর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৬।	সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর-১ (ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন) পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতন স্কেলঃ ৬ষ্ঠ গ্রেড।	--	পদোন্নতির মাধ্যমে।	--	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ সমিতি কর্মকর্তা বা ক্রয় কর্মকর্তা বা মার্কেটিং কর্মকর্তা বা লিয়াজোঁ কর্মকর্তা বা সহকারী সচিব বা জনসংযোগ কর্মকর্তা বা সমন্বয় কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৭।	মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা-১/কারিগরি কর্মকর্তা-১/ডিজাইনার (ইন্সট্রাক্টর)-২/ইন্সট্রাক্টর (গবেষণা কর্মকর্তা)-৪/ইন্সট্রাক্টর-৯(ফ্যাশন ডিজাইন-৯)/প্রশিক্ষক-৪(টিপিআইটি-২, সিলেট-১, রংপুর-১) পদের সংখ্যাঃ ২১ (একুশ) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী; (খ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমাসহ সরকারি বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট বা কলেজ বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর বা সহকারী মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বা সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	--

মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৮।	ডিজাইনার (রংপুর-১, ফ্যাশন ডিজাইন-১) পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী বা ফাইন আর্টসে স্নাতক ডিগ্রী; অথবা (খ) টেক্সটাইল ডিপ্লোমাসহ অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা; এবং (গ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	--
৯।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-১ পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ৯ম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; (খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাব রক্ষক বা সহকারী অর্থ কর্মকর্তা বা সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা বা সমমানের হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর অভিজ্ঞাতা; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; সহকারী হিসাব রক্ষক বা সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা বা সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৩(তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
১০।	হিসাব সহকারী-৫; (রংপুর-১, ফ্যাশন ডিজাইন-৪) কোষাধ্যক্ষ-২; (প্রধান কার্যালয়-১, টিপিআইটি-১) পদের সংখ্যাঃ ৭ (সাত) বেতনস্কেলঃ ১৩ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। (খ) মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বাংলাঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; ইংরেজীঃ প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১।	কারিগরী সহকারী; পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) বেতনস্কেলঃ ১৩ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	(ক) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত ইন্সটিটিউট/কলেজ হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক (ভোক:-টেক্সটাইল); তবে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; এবং (খ) মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	স্বীকৃত ইন্সটিটিউট/কলেজ হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক (ভোক:-টেক্সটাইল) পাশসহ টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৪) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
১২।	টেকনিশিয়ান (সিএইচপিইডি-২, ফ্যাশন ডিজাইন-৯) পদের সংখ্যাঃ ১১ (এগারো) বেতনস্কেলঃ ১৪ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত ইন্সটিটিউট/কলেজ হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক(ভোকেশনাল) পাশসহ (নিটিং/ডাইং/প্রিন্টিং/গার্মেন্টস/এমব্রয়ডারি) কাজে ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।	স্বীকৃত ইন্সটিটিউট/কলেজ হইতে অন্যূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক(ভোকেশনাল) পাশসহ মাষ্টার ডায়ার হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
১৩।	মাষ্টার ডায়ার (টিপিআইটি-২, সিলেট-১, ফ্যাশন ডিজাইন-৪) পদের সংখ্যাঃ ৭(সাত) বেতনস্কেলঃ ১৫ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে এইচএসসি টেক্সটাইল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) রং করণ ও ছাঁপাকরণের কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে এইচএসসি টেক্সটাইল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ ক্রাফটসম্যান/দক্ষ তাঁতি হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
১৪।	ক্রাফটসম্যান (সিএইচপিইডি-৩, ফ্যাশন ডিজাইন-৪) পদের সংখ্যাঃ ৭(সাত) বেতনস্কেলঃ ১৬ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (টেক্সটাইল ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তাঁত নক্সা তোলা ও তাঁত বুননের কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; অথবা (গ) দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষয় উত্তীর্ণ; এবং (ঘ) তাঁতে নক্সা তোলা ও তাঁত বুননের কাজে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (টেক্সটাইল ভোকেশনককাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ টেকনিশিয়ান(গ্রেড-১৭) হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৫।	দক্ষ তাঁতি (টিপিআইটি-২, রংপুর-২, সিলেট-১, ফ্যাশন ডিজাইন-৪) পদের সংখ্যাঃ ৯ (নয়) বেতনস্কেলঃ ১৬ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (টেক্সটাইল ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তাঁত বুনন কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; অথবা (গ) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (ঘ) তাঁত বুনন কাজে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (টেক্সটাইল ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ দক্ষ বুনন সাহায্যকারী হিসেবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
১৬।	টেকনিশিয়ান পদের সংখ্যাঃ ২ (দুই) (টিপিআইটি) বেতনস্কেলঃ ১৭ তম গ্রেড	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তাঁত বুননের কাজে ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীণসহ দক্ষ বুনন সাহায্যকারী হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
১৭।	কার্পেন্টার পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) (টিপিআইটি) বেতনস্কেলঃ ১৮ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) যে কোন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হইতে ১ (এক) বৎসর মেয়াদী ট্রেড কোর্স পাশ; এবং (গ) তাঁত তৈরীসহ ফার্নিচার তৈরিতে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অনূন্য ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কার্পেন্টার হেলপার হিসেবে ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
১৮।	এমব্রয়ডারী মেশিন অপারেটর (ফ্যাশন ডিজাইন, নরসিংদী-১, বেলকুচি-১, কালিহাতি-১, কমলগঞ্জ-১) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতন স্কেলঃ ১৮ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;	--

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯।	সুইং মেশিন অপারেটর (ফ্যাশন ডিজাইন, নরসিংদী-১, বেলকুচি-১, কালিহাতি-১, কমলগঞ্জ-১) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতন স্কেলঃ ১৮ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট(ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ০২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;	--
২০।	ট্রেসার (ফ্যাশন ডিজাইন, নরসিংদী-১, বেলকুচি-১, কালিহাতি-১, কমলগঞ্জ-১) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতন স্কেলঃ ১৮ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট(ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) পেপার ট্রেসিনং কাজে ০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা;	--
২১।	ইনগ্রাভার-কাম-ব্লক হেলপার (ফ্যাশন ডিজাইন, নরসিংদী-১, বেলকুচি-১, কালিহাতি-১, কমলগঞ্জ-১) পদের সংখ্যাঃ ৪ (চার) বেতন স্কেলঃ ১৮ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট(ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ফ্লাট বেড প্রিন্টিং এ ইনগ্রেভিং কাজে ০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা;	--
২২।	কার্পেন্টার হেলপার পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) (টিপিআইটি) বেতনস্কেলঃ ১৯ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) স্বীকৃত যে কোন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হইতে ১ (এক) বৎসর মেয়াদী ট্রেড কোর্স পাশ; এবং (গ) তাঁত তৈরীসহ ফার্নিচার তৈরিতে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	--

মোঃ মোজাম্মেল আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২).	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৩।	দক্ষ বুনন সাহায্যকারী পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) (টিপিআইটি) বেতনস্কেলঃ ১৯ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট টেক্সটাইল ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তাঁত বুনন কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা (গ) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (ঘ) তাঁত বুনন কাজে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট টেক্সটাইল ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সাহায্যকারী হিসেবে ৩ (তিন) বছরের সন্তোষজনক চাকুরী।
২৪।	স্কীল্ড ডাইং হেলপার পদের সংখ্যাঃ ১ (এক) (টিপিআইটি) বেতনস্কেলঃ ১৯ তম গ্রেড।	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) রং ও ছাঁপার কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা;	--

মোঃ মোজাক্কের আলী
সচিব/সদস্য (অর্থ)
মোঃ মোজাক্কের আলী
সদস্য (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য (ওএন্ডএম)
মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য ওএন্ডএম (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

এ কে এম বদরুল মজিদ
সদস্য (এস এন্ড এম)
এ কে এম বদরুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (এস এন্ড এম)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়